BRAC INSTITUTE OF GOVERNANCE & DEVELOPMENT

অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০২০ ■ সংখ্যা ০৯ ■ ত্রৈমাসিক সংবাদ সংকলন

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ওয়াচ

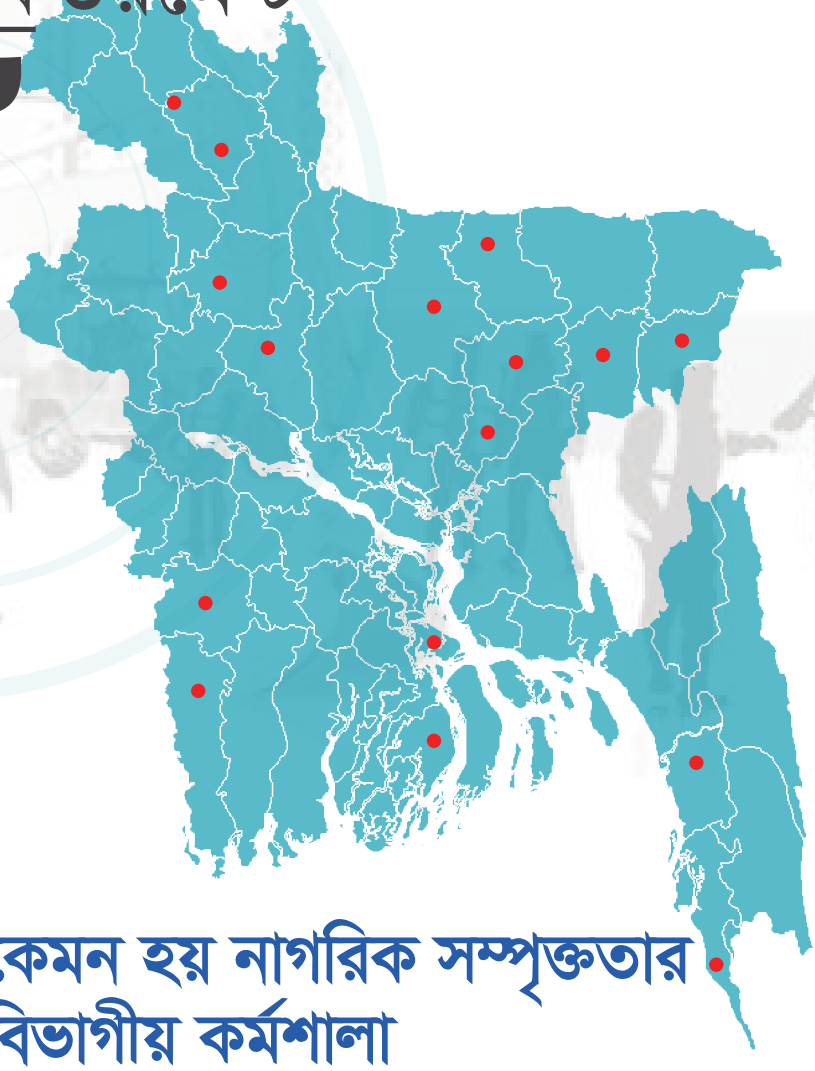

এক নজরে

০২ নাগরিকের আরেকটি বিজয় কিশোরগঞ্জে নাগরিক অভিযোগের ফলে সঠিকভাবে রাস্তা নির্মাণ

০৩ **মহামারীতেও প্রাতিষ্ঠিনিকিকরণের পথে এগিয়ে চলেছে বিজিটিএফ আহবায়ক কমিটির সভা অনুষ্ঠিত**

কেমন হয় নাগরিক সম্পৃক্ততার বিভাগীয় কর্মশালা

— কবিতা চৌধুরী

আমরা জানি, দেশের উন্নয়ন বাজেটের প্রায় ৮০ ভাগই সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। সুতরাং বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন আলোচনায় সরকারি ক্রয়ের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকারও একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ক্রয় পদ্ধতি গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করে যথাযথ সংস্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশের ক্রয় পদ্ধতিকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) "Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project (DIMAPPP)" এর আওতায় দেশের ৮টি বিভাগের ৪৮টি উপজেলায় পর্যায়ক্রমে সরকারি ক্রয় কার্যের বাস্তবায়নে স্থানীয় নাগরিকদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে কাজ করছে।

BIGD, Brac University
SK Centre, GP, JA/4, Mohakhali
Dhaka 1212

+88 02 5881 0306, 5881 0326
info@bigd.bracu.ac.bd
http://bigd.bracu.ac.bd

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্র্যাক ইন্সটিটিউট অফ্ গভর্ন্যান্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি) এ কাজের জন্য সিপিটিইউ'র পরামর্শক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে। সরকারি ক্রয়ে নাগরিক সম্পৃক্ততা আনয়নের উপায় নির্ধারনের লক্ষ্যে বাস্তবায়নযোগ্য একটি কৌশল প্রনয়ণ এবং মাঠ পর্যায়ে সরকারি ক্রয়ের বাস্তবায়ন স্থানীয় নাগরিকদের মাধ্যমে মনিটরিং-এ সহায়তা করছে। ব্র্যাক এর কমিউনিটি এম্পাওয়ারমেন্ট প্রোগ্রাম (সিইপি) এই কাজের মাঠ পর্যায়ে বিআইজিডিকে সাহায্য করছে।

এ বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে অর্জিত অভিজ্ঞতা বিনিময়, সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণের পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে সরকারি ক্রয়ে নাগরিক সম্পৃক্ততার একটি গঠনমূলক এবং নিয়মতান্ত্রিক কাঠামো সৃষ্টি, সরকারি ক্রয়ে নাগরিক সম্পৃক্ততা নিয়ে জনসচেতনতা তৈরি করা এবং মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা সকলের সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের ৮টি বিভাগে বিভাগীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালায় সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে সাম্প্রতিক সকল পরিবর্তন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা, প্রচলিত পদ্ধতির সুবিধা এবং বাধাসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ ছাড়া সরকারি ক্রয়ে নাগরিক সম্পৃক্ততার বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে সরকারি ও বেসরকারি সকল অংশীদারদের জানানো হয় এবং মডেলটি আরও কার্যকরী করতে সুপারিশ সংগ্রহ করা হয়।

কর্মশালায় সাধারনত স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ (প্রধানত: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং সড়ক ও জনপদ বিভাগ), সরকারি ক্রয়ে সরবরাহকারী ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি (উপজেলা পরিষদ), নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি (শিক্ষক, সাংবাদিক, এনজিও প্রতিনিধি, পেশাজীবি সংগঠন এর প্রতিনিধি) এবং নাগরিক পর্যবেক্ষক দলের সদস্যরা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। আরো উপস্থিত থাকেন বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসক। আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় থেকে উপস্থিত থাকেন সচিব, সিপিটিইউ থেকে সাধারনত মহাপরিচালক ও পরিচালক উপস্থিত থাকেন।

বেশিরভাগ সময় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় সার্কিট হাউজের মিলনায়তনে। তিন থেকে সাড়ে তিন ঘন্টা সময় নিয়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালাটি মূলত দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম এক থেকে দেড় ঘন্টায় থাকে DIMAPPP প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা, উন্মুক্ত আলোচনা, বিশেষ অতিথিদের বক্তব্য। পরবর্তী এক থেকে দেড় ঘন্টায় থাকে দলীয় আলোচনা এবং উপস্থাপনা।

কর্মশালার সাধারণ নাগরিক, পর্যবেক্ষকদলের সদস্য, ঠিকাদার, ইঞ্জিনিয়ার উপস্থিত থাকায় আলোচনা সব সময়ই খুব প্রাণবন্ত হয়। হয়তো পর্যবেক্ষক দলের সদস্যের বাড়ীর সামনে রাস্তা তৈরি হচ্ছে বা গ্রামে তৈরি হচ্ছে সরকারি স্কুল বা কালভার্ট। তিনিই নিজ উদ্যোগে এই কাজ পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। কাজটি সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা, সঠিক ইট-বালু সিমেন্ট ব্যবহার হচ্ছে কিনা অর্থাৎ কাজের মান পর্যবেক্ষণ করা তাঁর দায়িত্ব। মান সঠিক না হলে বা কোনো অভিযোগ থাকলে তা সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারের কাছে পৌঁছানো তাঁর দায়িত্ব। সাধারণত নাগরিক এই কর্মশালায় অভিযোগ করেন ঠিকাদার এবং ইঞ্জিনিয়ারের কাজ নিয়ে। ইঞ্জিনিয়ার জানান তাঁর সীমাবদ্ধতার কথা, আর ঠিকাদার বলেন নিজের সীমাবদ্ধতার কথা। নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিগণ চেষ্টা করেন, নিরপেক্ষভাবে আলোচনাটাকে এগিয়ে নিতে। অভিযোগ করা ছাড়াও সফলতার গল্প নিয়েও হয় আলোচনা। এ ছাড়া কর্মশালায় সরকারি ক্রয়ে নাগরিক সম্পৃক্ততা এবং ই-জিপি সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের তথ্য প্রদান করেন সরকারের শীর্ষ কর্মকর্তারা। ফলে আলোচনা হয়ে উঠে তথ্যবহুল।

অংশগ্রহণকারীদের তথ্যবহুল আলোচনার ফলে বিভাগীয় কর্মশালার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অনেকাংশেই সফলতা লাভ করে। সরকারি ক্রয় কাজের বাস্তবায়নে স্থানীয় নাগরিকদের সম্পৃক্ততার বিষয়, নাগরিকদের সম্পৃক্তকরণের পদ্ধতি, সম্পৃক্তকরণের সুবিধা-অসুবিধা, বাধাসমূহ সব কিছুই উপস্থিত সকলের সামনে চলে আসে। আমরা আশা করছি, এমন দিন আসবে যখন সরকারি ক্রয় কাজের বাস্তবায়নে স্থানীয় নাগরিকদের সম্পৃক্ততার জন্য সরকারকে আর কোনো পদক্ষেপ নিতে হবে না। জনগণ নিজেই নিজের আগ্রহে তার এলাকার সরকারি কাজ নিজের মনে করে পর্যবেক্ষণ করবেন।

সরকারি কাজকে নিজের কাজ মনে করতে হবে

আইএমইডি সচিব

“সরকারি কাজকে নিজের কাজ হিসেবে মনে করতে হবে। তাহলেই সর্বোচ্চ মানসম্মত ফলাফল পাওয়া সম্ভব। সরকারি কাজকে স্বচ্ছ, জবাবদিহিতাপূর্ণ করতে গেলে নাগরিকের সচেতনতার বিকল্প নেই। আর সরকারি কাজকে সর্বস্তরে নিজের মনে করতে পারলে উন্নতমানের কাজ পাওয়া যাবে।” সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে নাগরিক সম্পৃক্ততা বিষয়ে ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় কর্মশালার প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আইএমই বিভাগের সচিব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী।

২৯ নভেম্বর ২০২০ রবিবার গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুর ব্র্যাক সিডিএম এ কর্মশালা আয়োজন করে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ)। সরকারি ক্রয়কাজে নাগরিক সম্পৃক্ততা মাঠ পর্যায়ে অর্জিত অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণের পরামর্শগ্রহণের লক্ষ্যে এ কর্মশালা আয়োজিত হয়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাজীপুরের জেলা প্রশাসক এস. এম. তরিকুল ইসলাম। ব্র্যাক ইন্সটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (বিআইজিডি) প্রোগ্রাম ম্যানেজার সৈয়দা সেলিনা আজিজের স্বাগত বক্তব্যের পর সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় নাগরিক সম্পৃক্ততা ও কর্মশালার পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে উপস্থাপন করেন বিআইজিডির টিম লিডার ড. মির্জা হাসান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিপিটিইউ-এর মহাপরিচালক মোহাম্মদ শোহেলের রহমান চৌধুরী।

শোহেলের রহমান চৌধুরী সরকারি কাজে নাগরিক সম্পৃক্ততার বিষয়ে জোর দিয়ে বলেন, “সরকারি ক্রয় তত বেশি স্বচ্ছ ও জবাবদিহী হবে নাগরিকেরা যত বেশি এই কাজে সম্পৃক্ত হবেন। দেশের যে সকল জায়গায় ডিম্যাপ প্রকল্পের কাজ চলছে সে সব জায়গার নাগরিকদের সচেতনতার কারণে সরকারি কাজ আগের চেয়ে অনেক বেশি ভালো হয়েছে।”

কর্মশালার প্রশ্নোত্তর পর্বে বর্তমান ক্রয় প্রক্রিয়ার সুবিধা ও অসুবিধা, সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় নাগরিক সম্পৃক্ততার বর্তমান কর্মকৌশল: নাগরিকদের মতামত, সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় নাগরিক অংশগ্রহণের টেকসই কৌশল: জনগণ, সরকার এবং ঠিকাদারদের করণীয় বিষয়ে মতামত জানান ও প্রশ্ন করেন অংশগ্রহণকারীরা। সরকারি ক্রয়কারী অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ, টেন্ডারার, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দসহ স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) “Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project (DIMAPPP)” এর আওতায় দেশের ৮টি বিভাগের ৪৮টি উপজেলায় পর্যায়ক্রমে সরকারি ক্রয়কার্যের বাস্তবায়নে স্থানীয় নাগরিকদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে কাজ করছে। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্র্যাক ইন্সটিটিউট অফ গভর্ন্যান্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি) এ কাজের জন্য সিপিটিইউ-র পরামর্শক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে। বিআইজিডি সরকারি ক্রয়ে নাগরিক সংশ্লিষ্টতা আনয়নের উপায় নির্ধারনের লক্ষ্যে বাস্তবায়ন যোগ্য একটি কৌশল প্রনয়ণ এবং মাঠ পর্যায়ে সরকারি ক্রয়ের বাস্তবায়ন স্থানীয় নাগরিকদের মাধ্যমে মনিটরিং-এ সহায়তা করছে।

বিআইজিডি সরকারি ক্রয়কাজে নাগরিক সম্পৃক্ততা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে এমন একটি কৌশল ব্যবহার করতে চায় যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে মানানসই, টেকসই এবং বাস্তবায়নের ব্যয় যৎসামান্য। বিআইজিডি সাইট- স্পেসিফিক বা কন্ট্রাক্টভিত্তিক নাগরিক সম্পৃক্ততার ধারণাটি মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করছে। ব্র্যাক-এর কমিউনিটি এম্পাওয়ারমেন্ট প্রোগ্রাম (সিইপি) এই কাজের মাঠ পর্যায়ে বিআইজিডিকে সাহায্য করছে।

বিআইজিডি সরকারি ক্রয়কাজে নাগরিক সম্পৃক্ততা নিয়ে দুইটি ভিন্ন স্ট্র্যাটেজি মাঠপর্যায়ে একই সাথে বাস্তবায়ন করছে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে মাঠলব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সবচেয়ে কার্যকর পন্থাটি খুঁজে বের করা। বেশির ভাগ উপজেলাতে প্রতিটি কাজের সাইটে আশেপাশের লোকজনদের নিয়ে একটি নাগরিক গ্রুপ তৈরি করা হচ্ছে যাদের দায়িত্ব হচ্ছে ওই কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা এবং কোন অনিয়ম দেখলে স্থানীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাকে জানানো। এই গ্রুপটি নাগরিক পর্যবেক্ষক নামে পরিচিত। অন্যদিকে, কয়েকটি সাইটে কোন গ্রুপ না রেখে কাজ পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব স্থানীয় লোকজনের কাছে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

মহামারিতেও নিরবচ্ছিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন

নেত্রকোণা ও মুন্সীগঞ্জে জিটিএফ কর্মশালা

ডিম্যাপ প্রকল্পের আওতায় জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে জিটিএফের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই কর্মশালার উদ্দেশ্য সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ার বাস্তবায়নের জন্য টেন্ডারার ও ক্রয়কারী সংস্থার মধ্যে একটি উন্মুক্ত আলোচনার কার্যকর প্যাটফর্ম তৈরি করা।

২০২০ এর অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়কালে গভর্নমেন্ট টেন্ডারার্স ফোরামের (জিটিএফ) দুটি কর্মশালা নেত্রকোণা ও মুন্সীগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুটি কর্মশালায়ই পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আইএমইডির সচিব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী প্রধান অতিথি হিসেবে এবং সিপিটিইউ এর মহাপরিচালক মোহাম্মদ শোহেলের রহমান চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

আইএমইডির সচিব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী প্রধান অতিথির বক্তব্যে জানান, সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।

সিপিটিইউ এর মহাপরিচালক মোহাম্মদ শোহেলের রহমান চৌধুরী বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বলেন, "আমাদের সমস্যাগুলো খুঁজে বের করে তার সমাধান করা প্রয়োজন। আর সে কারণেই আমরা স্থানীয় পর্যায়ের নাগরিকদের সম্পৃক্ত করছি। আমরা আশাবাদী ক্রয়কারী সংস্থা কাজের মান নিশ্চিত করবেন এবং টেন্ডারাররা মান নিশ্চিত করে চুক্তি অনুযায়ী কাজ করবেন।"

কর্মশালা দুটি নেত্রকোণা ও মুন্সীগঞ্জের জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং জেলা প্রশাসকগণ নিজ নিজ জেলার কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন। বিভিন্ন ক্রয়কারী সংস্থার প্রতিনিধি, টেন্ডারার, ব্যাংকের প্রতিনিধি এবং গণমাধ্যমকর্মীরা এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। বিসিসিপির সিনিয়র ডেপুটি ডিরেক্টর খাদিজা বিলকিস কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন। সিপিটিইউ এর উপপরিচালক মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন কর্মশালায় বক্তব্য দেন।

নাগরিকের বিজয়ের খবর

কিশোরগঞ্জে নাগরিকদের অভিযোগে পুরুত্ব বাড়ল রাস্তার

বেশ জোরেসোরেই কাজ চলছিল কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলার সরারচর টু হালিমপুর রাস্তার। ক'দিনের মধ্যেই ব্যবহার উপযোগী হয়ে যাবে এমন একটা অবস্থায় সাধারণ নাগরিকেরা লক্ষ্য করেন, রাস্তার ধুলাবালি না সরিয়েই পিচ ঢালাই করছেন ঠিকাদারের লোকজন। শুধু তাই নয় রাস্তার পিচের পুরুত্বও যতটুকু হওয়ার কথা, তার চেয়ে কম দেওয়া হচ্ছে।

ঘটনা দেখে ডিম্যাপের মাঠ কর্মকর্তাকে অভিযোগটি জানান সচেতন নাগরিকেরা। এরপর ঠিকাদারকে ডেকে রাস্তার ধুলাবালি পরিষ্কার করতে বলেন এবং রাস্তার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পিচের পুরুত্ব বাড়াতে নির্দেশ দেন।

মাঠ পর্যায়ে নাগরিক সম্পৃক্ততা কার্যক্রম: ত্রৈমাসিক অগ্রগতি কর্মকাণ্ড সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত

কর্মকাণ্ড	ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত
গ্রুপ তৈরি	২২৭
গ্রুপ প্রশিক্ষণ	২২৭
সাইট মিটিং	২৮০
নাগরিকের অভিযোগ	২০১
নাগরিক পর্যবেক্ষক গ্রুপের অভিযোগ	১৩৮

সম্পাদক: **সেলিনা আজিজ** | নির্বাহী সম্পাদক: **ইভান ইকরাম**
বিষয়বস্তু সম্পাদক: **ইনসিয়া খান** | পরিকল্পক: **মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক**